মূল্য এক পয়সা মাত্র।

চাসা কি মনুষ্য নয়?
পল্লীগ্রামে পর্ণগৃহে যারা বাস করে,
মাঠে২ সারা দিন যারা খেটে মরে।
যাদের মস্তক তাপে নিদাঘের তাপে,
হেমন্তের শীতে যারা থরহরি কাঁপে।
খাটে যারা তিতি সদা বরষার জলে,
তারা কি মনুষ্য নয় এ পোড়া অঞ্চলে?
মনুষ্য বটে ত তারা নাহি কিছু ভুল,
জ্ঞানীগণে বলে এরা সমাজের মূল।
মূল বিনে তরুবর বাঁচে না যেমন,
চাসা বিনে দেশে থাকা কঠিন তেমন।
যদি না চাসারা মাঠে জন্মাইত ধান,
তাহলে কি খেয়ে লোকে বাঁচাইত প্রাণ?
যদি না চাসারা মাচ ধরিয়া বেচিত,
বড়২ কই মাচ কে কোথা পাইত?
মূলা, আলু, সিম, গুঁটি, বেগুন, কড়াই,
চাসাদের প্রসাদাৎ এ সকল পাই।
অবশ্য মনুষ্য এরা নাহি কিছু ভুল,
ভেবে দেখ ইহারাই সমাজের মূল।
মনুষ্য বলিয়া এরা যদি গণ্য হয়,
তবে কেন নিরন্তর এত কষ্ট সয়?
জানে না আইন বিধি ব্যবস্থা কানুন,
জানে না বিচার লাভ সহজ কেমন।
জমিদার পাঠাইলে পাক্ আপনার,
ভয়ে জড় সড় চাসা দেখে অন্ধকার।
থালাবাটী ঘটী কড়া বলদ যুগল,
এ দেশে চাসার হয় সম্পত্তি কেবল।
কুটীরেতে করে বাস শত ছিদ্র তায়,
আকাশে ডাকিলে মেঘ ঘরে থাকা দায়।
গৃহিনী দুখানি টেনা গুছিয়ে গাছিয়ে,
লজ্জা নিবারণ করে যতনে পরিয়ে।
উলঙ্গই ছেলে গুলি নিয়ত বেড়ায়,
বড়২ পীলা পেটে, কারু জ্বর গায়।
নিরীহ সরল চাসা না জানে ছলনা,
পদে২ জমিদার করে প্রবঞ্চনা।
নাহি জানে লেখা পড়া, নিরেট অন্তর,
না বোঝে হিসাব করা এমনি বর্ব্বর।
যাহা বলে জমিদার বেদের বচন,
দিতে না পারিলে হয় চাসার মরণ।
যতক্ষণ দেনা তার শোধ না হইবে,

গুদামে থাকিয়া চাসা আঁধারে পচিবে।
মাঝে২ পাক্ আসি দিবে ঘুসি কিল,
হাসিবেন কর্ত্তা বাবু করে খিল২ ।
এ ছাড়া আবার দেখ, বিষম জঞ্জাল,
নূতন২ বাব হেরি আজ কাল।
করেছেন কর্ত্তা বাবু ঔষধ আলয়,
তার তরে চাসাদের চাঁদা দিতে হয়।
অথবা ইস্কুল এক হয়েছে স্থাপন,
চাঁদা দিয়া মরে কিন্তু ভীরু চাসাগণ।
যাদের সন্তান কভু ইস্কুলে না যায়,
তারা মরে চাঁদা দিয়ে, কি বিষম দায়!
কর্ত্তার কন্যার বিয়া বড় আড়ম্বর,
যুটিয়াছে ভাগ্যে এক কালেজের বর।
আসিবে ইংরাজী বাজা খেম্‌টা আর বাই,
কত যে খাইবে লোক লেখা যোখা নাই।
হইবে কন্যার বিয়া কর্ত্তার উল্লাস,
চাসা কিন্তু ঘরে বোসে গণে সর্ব্বনাশ।
করিয়া বিয়ার বাব দুষ্ট জমিদার,
ছলে বলে নেবে টাকা করি অত্যাচার।
আবার আসিলে পূজা চাসার মরণ,
পাঠাতে হইবে ভেট করে আয়োজন।
কাঁচকলা, চানা, ছোলা, পাঁঠা আর চাল,
চাসারাই এ সকল দেয় চিরকাল।
ইহার কতক পায় নিজে জমিদার,
গোমস্তা প্যায়দা পায় বাকি যাহা আর।
নিয়মিত জমা দিয়া জমী চাস করে,
তবে কেন এত বাবে টাকা দিয়া মরে?
শুন ওগো মহারাণি, করি নিবেদন,
বঙ্গের চাসার প্রতি ফিরাও নয়ন।
তার হয়ে কথা বলে তোমার গোচর,
দেখিতেছি দেশে অল্প হেন সাধু নর।
ছোট বড় প্রজা সবে তোমারি সন্তান,
সকলের প্রতি দয়া তোমার সমান।
কালেজ ইস্কুল যত করেছ স্থাপন,
তাহাতে চাসার লাভ হয়নি কখন।
গ্রামে২ কর মাগো বঙ্গবিদ্যালয়,
পড়ুক শিখুক তাতে চাসার তনয়।
যে দিনে বঙ্গের চাসা পুস্তক পড়িবে,
আহা, হেন শুভ দিন কদিনে আসিবে?

যূষফের বিবরণ।

৬ অধ্যায়।

যূষফের কর্ত্তৃত্ব।

সুকুমার পাঠক, যূষফ্ কি প্রকারে মিসর দেশের রাজার ন্যায় বড় মানুষ হন, তাহা তুমি শুনিয়াছ। রাজার স্বপ্ন দর্শনের পর সাত বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে অনেক শষ্য জন্মিল। তাহার পর সাত বৎসর প্রায় কিছুই জন্মিল না। তখন দরিদ্র লোকেরা ফিরৌন্ রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, "আমরা অনাহারে মরিতেছি।" ইহা শুনিয়া ফিরৌন্ তাহাদিগকে যূষফের নিকটে যাইতে কহিলেন। সকল লোক যূষফের নি-

কটে যাইতে লাগিল এবং তিনি ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাদের নিকট শস্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন। বহু দূরদেশ হইতে অনেক লোক শস্য ক্রয় করিতে আইল, সকলেরই নিমিত্ত যথেষ্ট শস্য ছিল।

একদা দশ জন মনুষ্য কোন দূরদেশ হইতে আসিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে গাধা ও শস্য রাখিবার নিমিত্ত গাধার পিঠে ছালা এবং শস্যের মূল্যও ছিল। উহাঁরা কে, তুমি জান? উহাঁরা যূষফের ভ্রাতা। তাঁহাদের সহিত যূষফের কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত দেখা নাই, তথাপি তিনি সকলকে চিনিতে পারিলেন। তখন যূষফের মনে পড়িল, ভ্রাতারা তাঁহাকে কুড়ি টাকাতে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাদিগকে ধরিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেন, এমন কি তাঁহাদের প্রাণ পর্য্যন্তও নষ্ট করিতে চাহিলে অনায়াসে করিতে পারিতেন। কিন্তু তোমার কি বোধ হয়? যূষফ্ স্বীয় ভ্রাতাদের প্রতি দয়া করিলেন, কিম্বা তাঁহাদিগকে শাস্তি দিলেন? যূষফ তাঁহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিলেন, তাহা শুন।

ভ্রাতারা যূষফ্কে কোন মহৎ ব্যক্তি জ্ঞান করিলেন, সুতরাং তাঁহারা যে কখন তাঁহাকে দেখিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের বোধ হইল না। যূষফ্ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং উত্তম২ বস্ত্র পরিধান করিতেন, ও রাজা তাঁহার অন্য এক নাম রাখিয়াছিলেন। এই সকল কারণ প্রযুক্ত তাঁহারা তাঁহাকে কোন মতে চিনিতে পারিলেন না।

দশ জন ভ্রাতা আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া যূষফ্কে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার আপনার স্বপ্ন স্মরণ হইল। সেই স্বপ্নে যেমন তাঁহার আটির নিকটে অন্য দশ জনের আটি

ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তেমনি ঈশ্বর এক্ষণে তাহা সফল করিলেন।

যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে দয়া করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু দুষ্টাচার প্রযুক্ত ইহাঁরা দুঃখিত আছেন কি না, এবং বৃদ্ধ পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিন্যামীন্‌কে ভাল বাসেন কি না,প্রথমে এই পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতএব তিনি পরিচয় না দিয়া ছলক্রমে তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কর্কশ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?"

তাঁহারা কহিলেন, "আমরা কিনান্ দেশ হইতে শস্য কিনিতে আসিয়াছি।" কিন্তু যূষফ্ তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা সত্য করিয়া বল দেখি, এই দেশের মন্দ অবস্থা দেখিতে আসিয়াছ কি না? বোধ হয়, তোমাদের রাজা সৈন্য লইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবেন।"

যূষফের ভ্রাতারা উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, কখন নয়। আমরা দশ ভ্রাতা এখানে শস্য কিনিতে আসিয়াছি, ইহা সত্য বটে।" তথাপি যূষফ্ কহিলেন, "তোমাদের কথায় প্রত্যয় হয় না।"

ভুলোই শেষে ভোলানাথ হবে।

ভুলোর বয়স এখন ১৩ বৎসর। এত অল্প বয়সে তাহাকে উদর পূরণার্থ সংসারে পরিশ্রম করিতে হইল। এ বয়সে মা বাপের বা খুড় জ্যেঠার নিকট থাকিয়া স্কুলে পড়া, ঘুড়ি উড়ান, ও ভাল২ কাপড় পরিয়া বেড়ানই ভাল। কিন্তু ভুলোর ভাগ্যে তাহা হইলনা, তাহাকে কর্ম্ম করিয়া খাইতে হইল। ভুলোর কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর এক জমাদারের সঙ্গে আলাপ ছিল। সে অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে রাস্তা ঝাঁটি দিবার কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া দিল।

এক দিন শীত কালের প্রাতঃকালে ভুলো ধর্ম্মতলার নিকট রাস্তায় ঝাঁটি দিতেছে, এমন সময়ে এক জন বুড় সাহেব সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ভুলোকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অহে বাপু, এই শীত কাল, তুমি কেমন করিয়া এ-

কটা ছেঁড়া পিরাণ গায়ে দিয়া আছ? আমি তোমাকে একটা টাকা ধার দিতে পারি, তুমি একটা নূতন গরম পিরাণ কিনিয়া লও।"

ভুলো ঝাঁটা গাছ্টী বগলে করিয়া সাহেবের মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

অনন্তর সাহেব টাকাটী বাহির করিয়া ভুলোর হাতে দিলেন, এবং কহিলেন, "এই টাকা লও, কিন্তু রোজ দুই পয়সা করিয়া শোধ করিতে হইবে। বত্রিশ দিনে টাকা শোধ হইবে। যদি তাহা না কর, আমি তোমার পিরাণ কাড়িয়া লইব।"

তখন ভুলো মনে২ কহিল, "এই টাকা দিয়া একটা নূতন পিরাণ কিন্‌ব, আর আমার এই পুরণটা কেদারেকে বেচ্‌ব, তারও পিরাণ নাই।"

বেলা নটা দশটার সময় কুঠিওয়ালা বাবুরা আফিসে চলিয়াছেন। কেহ ধুতির উপরে চাপকান, কেহ পেণ্টলুন চাপকান, কেহ বা চায়না কোট পরিয়াছেন। আবার আমাদের সেকেলে বিল সরকার ভায়ারা ঠন্‌ঠনের চটি পায়ে, ধুতির উপরে আঁগারখা পরিয়া ও কানে কলম এবং বগলে বিলের তাড়া লইয়া চটাস্ পটাস্ শব্দ করিয়া যাইতেছেন। এমন সময়ে আমাদের ভুলো পরমিটের প্রাচীরের নিকট যাইয়া একজন দোকানদারের নিকট হইতে ৸০ আনাতে একটা গরম পিরাণ কিনিল। এবং তথা হইতে কেদারের বাটীতে গেল।

"কেদার ঘরে আছ?" এই বলিয়া ডাকিবামাত্র কেদার আসিল এবং কহিল, "কেন ভাই! এমন সময়ে এলে কেন?"

ভুলো। "ভাই, একজন সাহেব আমাকে একটা টাকা ধার দিয়েছে, আমি তাই দিয়ে এই নূতন পিরাণটী কিনেছি, এখন তুমি আমার পুরণটা নেও, বেসি নয়, দুআনা দিও।"

এই কথা শুনিয়া কেদার ভুলোর হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, আমি চার পয়সা দিতে পারি।" ভুলো সম্মত হইল, এবং পিরাণ দিয়া চারিটী পয়সা নূতন পিরাণের পকেটে সেই অবশিষ্ট চারি আনার সঙ্গে রাখিল। পাছে কেহ পয়সা গুলি লইয়া যায়, এই জন্য পকেটে হাত দিয়া চলিল।

যাইতে২ ভুলো মনে২ কহিতে

লাগিল, "বারো আনায় পিরাণটী কেনা হলো ; চার আনা পয়সা বাঁচ্‌ল। এ দিয়ে কেন এক দিন পেট ভরে মেঠাই কিনে খাইনে!" চিন্তা করিতে২ ভুলো এক ময়রার দোকানে উপস্থিত। দোকানটী এমন সাজান যে তাহার বর্ণনা করিলে পাঠকগণের ও জিহ্বার জল সর২ করিয়া পড়িবে। ভুলো মনে২ কহিল, "চার পয়সা দিয়া একটা লেডিক্যানিং রসগোল্লা, আর চার পয়সার লুচি কিনে খাব।" এরূপ চিন্তা কালে ভুলোর আর একটী কথা মনে হইল। সে ভাবিল, "এ পয়সাত আমার নয়, এ যে সাহেরের পয়সা, তাঁকে ফিরে দিতে হবে। মা আমাকে বল্‌তেন, পরের দ্রব্য লইতে নাই। আমি এ পয়সা খরচ কর্‌ব না।"

মাস ছয়েক হইল, ভুলোর মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এক জন খ্রীষ্ট ভক্ত স্ত্রীলোক ছিলেন। বিধবা হইয়া অবধি তিনি অতিকষ্টে আপনার একমাত্র সন্তান ভুলোর লালন পালন করেন। তিনি লেখা পড়া জানিতেন; ভুলোকে যথাসাধ্য পড়িতে ও লিখিতে শেখান। ভুলো ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে পারে। মাতা তাহাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহা তাহার বিলক্ষণ মনে আছে, ভুলো বড় শান্ত ছেলে।

ভুলো কিছু কিনিল না, ধীরে২ আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। বামনবস্তীতে এক ঘর মান্দ্রাজী খ্রীষ্টীয়ান বাস করিত, ভুলো তাহাদের বাটীতে থাকিত, এবং আপনি যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে দিন যাপন করিত।

পর দিন প্রাতঃকালে ভুলো নূতন পিরাণ পরিয়া ধর্ম্মতলার রাস্তা ঝাঁটি দিতেছে, এমন সময়ে সেই সাহেব তথায় আসিলেন। ভুলো তাঁহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "মশায়, আমি বারো আনায় এই পিরাণটী কিনেছি, আর আমার পুরণ পিরাণটী এক আনায় বিক্রী করেছি, এখন আমার হাতে পাঁচ আনা আছে। সাহেব, বলিলেন, "বেস্ করেছ।" ভুলো সাহেবের হাতে পাঁচ আনা পয়সা দিয়া বলিল, "আর এগার আনা রইল। বাইস দিনে শোধ হবে।"

সাহেব বলিলেন, "আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম, তুমি যদি বিশ্বস্ত হও,

আমি তোমার উপকার কর্‌ব, আচ্ছা, কাল সকালে ছটার সময় তুমি আমার কুঠীতে যেও। ডিঙ্গেভাঙ্গার ডিসপেন্‌সারির পাশের বাড়ীতে আমি থাকি।”

এই বলিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন। ভুলো আপনার কর্ম্ম করিতে লাগিল।

কাউন্ট বিস্মার্ক।

ইউরোপে প্রশিয়া ও ফ্রান্‌সের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহা আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই শুনিয়াছেন। এই মহা যুদ্ধে প্রশিয়ার রাজা জয় লাভ করেন। তাঁহার মন্ত্রির নাম কাউণ্ট বিস্মার্ক। এই বিচক্ষণ মন্ত্রিবরের বুদ্ধিবলেই প্রশিয়ার সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহাঁর ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ লোক, বোধ হয়, পৃথিবীতে আর নাই। ইনি ১৮১৩ অব্দে ব্রাণ্ডেনবার্গ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর। ইহাঁর চরিত্র বিষয়ে এডুকেশন গেজেটে সম্প্রতি যাহা লিখিত

হইয়াছে, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

"এক ব্যক্তি প্রশিয় রাজমন্ত্রি বিস্মার্কের বিষয় এই রূপ লিখিয়াছেন—বিস্মার্ক যদিও দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে না পারুন, কিন্তু তিনি এক জন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সরল ভাবে কথা কহেন; তাঁহার কথায় জটিলতা নাই, উহাতে সাহসের লক্ষণ এবং ওজোগুণের বিলক্ষণ প্রকাশ আছে। তিনি অলঙ্কারপূর্ণ কথা কহিতে জানেন না বটে, কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপ কথা কহিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার বাক্য অব্যর্থ, উহা সুনিপুণ শরসন্ধায়ীর নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায়, লক্ষ্যভেদে সমর্থ, এবং তাবন্মাত্রেই পরিতৃপ্ত। তাঁহার কথা অল্প, কিন্তু সহস্র তারকাবলীর মধ্যে চন্দ্রবৎ পরিস্ফুটভাব-সম্পন্ন। তিনি ঠিক্ বক্তব্য বিষয়টী ভিন্ন একটীও অতিরিক্ত কথা মুখে আনেন না। তিনি বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া সত্য বা মিথ্যা বিষয়কে প্রচ্ছন্ন করিতে জানেন না। তাঁহার কথা বিশুদ্ধ সত্য এবং অতি স্পষ্ট হওয়াতে সকলের মনোরঞ্জনকারী হইতে পারে না। তাঁহার কথায় অপরে সন্তুষ্ট হইতেছে, কি বিরক্ত হইতেছে, এ বিষয়ে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তিনি স্বীয় মনের ভাব যথাযোগ্য শব্দদ্বারাই সর্ব্বদা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান; তাঁহার বাক্যপ্রয়োগ অতি তীক্ষ্ণ এবং আপতনশীল ঘোরনিনাদী বজ্রের ন্যায় অতিপ্রভাসম্পন্ন। যদিও তাঁহার বাক্য নীরস হউক এবং তাহাতে যত কেন দোষ থাকুক না, কিন্তু তিনি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে প্রারম্ভ অবধি পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তাবৎ কথা তোমাকে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক স্তব্ধভাবে শুনিতে হইবে। প্রত্যেক কথাতেই তোমার এই রূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তিনি এক জন অদ্বিতীয় সত্যপ্রিয় লোক। ফলতঃ তাঁহার তুল্য কার্য্যদক্ষ লোক অতি বিরল। তাঁহার অভিপ্রায় উদার এবং প্রশস্ত, তাঁহার বিষয়বুদ্ধি অগাধ, প্রতিজ্ঞা পাষাণের ন্যায় দৃঢ়, সাহায্যকারিতা অতি প্রবল; মূর্ত্তি প্রভুভাবের আবির্ভাব করে; এবং ক্রোধনশীলতা প্রকৃত অবসরোদ্দ্যোতক। তিনি আপনাকে বড় লোক জানাইবার ভাবে

কোন কথাই কহেন না। তিনি সর্ব্বদাই অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করেন; এবং যাহারা তাঁহার অধীনে কার্য্য করে, তাহাদিগকেও সর্ব্বদা অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করিতেহয়। বাল্যকালে বিস্মার্ককে সকলে লর্ড ক্লাইবের ন্যায় পাগল জ্ঞান করিত; কিন্তু বয়-আধিক্য সহকারে, তাঁহার সেই অতিরিক্ত উৎসাহশীলতার সংযম হইয়া আসিলে প্রকৃত কার্য্যকারিতাভাবের উদয় হয়।

পরিত্রাণ রজ্জু।

একদা দুই ব্যক্তি সমুদ্র তীরস্থ এক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া বেড়াইতেছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই জনেই সমুদ্র গর্ভে নিপতিত হইল। সমুদ্র একে ভয়ানক গভীর, তাহাতে প্রবল বায়ু বহাতে, তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ ছিল। ঐ দেশের রাজকুমার তাহাদিগকে জলে পতিত হইয়া ভয়ানক বিপদ্‌গ্রস্থ দেখিয়া, ঐ অসম্ভাবিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, এক গাছি দীর্ঘ রজ্জু হস্তে লইয়া সমুদ্র তীরে শীঘ্র গমন করিলেন। পরে রজ্জুর এক দিক ধারণ করিয়া, অপর দিক তাহাদিগের নিকট নিক্ষেপ করত বলিলেন, "তোমরা ইহা দৃঢ় করিয়া ধর, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে তীরে টানিয়া তুলিতে পারিব।"

তাহাদিগের মধ্যে এক জন সন্তরণ পূর্ব্বক কূলে উপনীত হইতে আ-

পনাকে সক্ষম বিবেচনা করিয়া, রজ্জু অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরিশ্রম করিবার পরেই তাহার শক্তির হ্রাস হইয়া আসিল। হস্ত পদ অবশ হইয়া পড়াতে, সে অতিশয় ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া স্রোত বাহিত তৃণ বা ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড অবলম্বন করিয়া আপন জীবন রক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা পাইল, কিন্তু সকলই বিফল হইল। কেননা ঐ সকল লঘু বস্তু তাহার ভার বহন করিতে পারিল না; সুতরাং সে জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইল।

অপর ব্যক্তি এই ঘোরতর বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে অক্ষম বোধ করিয়া রজ্জু অবলম্বন করাতে, দয়াদ্র্র চিত্ত রাজকুমার তাহাকে কূলে টানিয়া তুলিলেন। তিনি যে এই প্রকারে কেবল তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে সিক্ত ও শীতার্ত্ত দেখিয়া, আপন পিতৃ ভবনে লইয়া গিয়া, স্বীয় উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিলেন। তৎপরে তাহাকে আপন পিতার নিকটে লইয়া গেলে, তিনি তাহার প্রতি সদয় হইয়া আপনার সহিত ভোজন পান ও যাবজ্জীবন রাজভবনে অবস্থিতি করিতে আহ্বান করিলেন।

পাঠক, তুমি কি এই দৃষ্টান্তের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছ? আমরা সকলে যে পাপসাগরে পতিত হইয়াছি, তাহাই সেই জল। সেই সমুদ্র যেমন ভয়ানক গভীর, আমাদের পাপও তদ্রূপ অসংখ্য। আমরা কেমন করিয়া এই পাপসাগর হইতে উদ্ধার পাইব? আমাদিগের মধ্যে অনেকেই পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আপন২ কাল্পনিক সৎকর্ম্ম ও পুণ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে অলীক ও ভ্রমে পরিপূর্ণ, এক বারও বিবেচনা করিয়া দেখেন না। জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণমাত্র অবলম্বন করিয়া যেমন উদ্ধার পাইতে পারে না, তদ্রূপ আমরাও সৎকর্ম্ম ও পুণ্যের উপর নির্ভর করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না।

এই দয়াদ্র চিত্ত রাজকুমার কে? ঈশ্বরতনয় প্রভু যীশুই এই রাজকুমার। তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের পাপের সমুচিত দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার অনুরোধে,যে কেহ পরামনন করিয়া তাঁহাকে পরিত্রাতা বলিয়া

তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, তাহার পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

পাঠক, তুমিও পাপসাগরে পতিত রহিয়াছ। ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত কি করিতেছ? সাংসারিক বিষয়ে বিব্রত হইয়া, কেন অমর আত্মার পরিত্রাণ সাধনে অমনোযোগী রহিয়াছ? মৃত্যু অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া জাগতিক অধিকার ও সুখসম্ভোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া, তোমাকে অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে, ইহা কি এক বার স্বপ্নেও ভাব না? দেবার্চ্চনা, দানশীলতা বা তীর্থযাত্রাদি দ্বারা আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে কেন বৃথা চেষ্টা পাইতেছ? এসকল যে পণ্ডশ্রমমাত্র, এক বার কি ভেবেও দেখ না? আমাদের পরিত্রাণের কেবল এক মাত্র উপায় আছে। প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করিলেই পরিত্রাণ পাইবে। অতএব তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণাধিকারী হও।

যীশু দয়াময়।

আদি নর নারী যবে খাইয়া সে ফল,
আনিলা জগতে পাপ সম হলাহল;
সে কালে করিয়া নিজ শোণিত পতন,
তারিতে প্রতিজ্ঞা নরে কৈলা কোন্ জন?
যীশু দয়াময়!

ছাড়িয়া পিতার কোল নরে দয়া করে্য,
কে আসিলা এই ভবে নরদেহ ধরে্য?
যাবাধারে কোন্ জন করিলা শয়ন?
রাখালেরা গিয়া করে কারে দরশন?
যীশু দয়াময়!

বিদ্ধ হয়ে ক্রুশ দণ্ডে কোন্ মহাজন,
পবিত্র শোণিত স্রোত করিলা পাতন?
আবার কবর হতে করিয়া উত্থান,
মাসাধিক পরে কেবা স্বর্গে চলি যান?
যীশু দয়াময়!

এত যে পাপিষ্ঠ আমি পামর পাষণ্ড,
মম তরে কে সহিলা গুরু পাপ দণ্ড?
এখনো পিতার কাছে থাকি কোন্ জন,
প্রার্থনা করেন সদা আমার কারণ?
যীশু দয়াময়!

মম গলদেশ হতে পাপের বন্ধন,
দয়া করি কোন্ জন করিলা মোচন?
মুক্তির উচিত মূল্য করিয়া প্রদান,
মম তরে কিনিলা কে মহাপরিত্রাণ?
যীশু দয়াময়!

পৌত্তলিক ধর্ম্মরূপ অন্ধকার হতে,
আনিলা আমারে কেবা সত্য ধর্ম্ম মতে?
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তি করিয়া সিঞ্চন,
জুড়াইলা কেবা এই সন্তাপিত মন?
যীশু দয়াময়!

পথ হারা মেষসম যবে ভ্রমিলাম,

শমন সিংহের ডরে যবে কাঁপিলাম ;
কে হেরে্য আমার দশা তেমন সময়,
উদ্ধারিলা হাতে ধরে্য হইয়া সদয় ?
যীশু দয়াময়!
আমার অন্তিম কাল হইবে যখন,
শিয়রে বসিয়া কেবা থাকিবে তখন ?
মাতা পিতা ভাই বন্ধু সকলে কাঁদিবে,
স্বর্গীয় সান্ত্বনা মোরে কে তখন দিবে ?
যীশু দয়াময় !
কার্ হাত ধরে আমি যাব স্বর্গ ধামে,
কে মোরে লইয়া যাবে অনন্ত আরামে ?
কে আমারে সে ঐশ্বর্য্য করাবে দর্শন,
কে মোরে দেখাবে প্রিয় পিতার বদন ?
যীশু দয়াময় !

কেঁদনা, কেঁদনা !

কেঁদ না, কেঁদ না ভাই, কেঁদ না রে আর,
নিশার স্বপন সম জীবন অসার ;
আশার বিমল রশ্মি নিরীক্ষণ করে্য,
অপেক্ষা কর রে ভাবি আনন্দের তরে !
কেঁদ না, কেঁদ না, আর ভেবে দেখ মনে,
আসিছে সময় সুখ দুঃখে প্রতিক্ষণে ;
সম্মুখে জগত এক কর নিরীক্ষণ,
শোক দুঃখ তথা নাহি প্রবেশে কখন ।
কেঁদ না, কেঁদ না, মনে জানিবে নিশ্চয়,
এ জীবন চিরসুখ ভোগতরে নয় ;
না যদি ভুগিতে হেথা দুঃখ কদাচন,
যাচিতে না নিত্য সুখ লভিতে কখন ।
কেঁদ না, কেঁদ না, হের পুষ্পের কানন,
ফুটিয়াছে নানা ফুল নয়ন রঞ্জন ;
আবার দুদিন পরে শুকায়ে যাইবে,
মনুষ্য জীবন ঠিক এরূপ জানিবে ।
কেঁদ না, কেঁদ না, তবে শুনহ বচন,
সন্তোষে যাপন কর ক্ষণিক জীবন ;
ত্রাণপতি যীশু খ্রীষ্টে করহ নির্ভর,
তরিবে তাঁহার বলে সংসারসাগর ।

ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত।